সেক্রেটারি আব্দুল মজিদ, সংখ্যালঘু গোবিন্দ, ননি গোপাল শিল বালু, ডাঃ জহরনাল, গকুল চন্দ্র, বিমল, নীল রতন, জামায়াত নেতা আবু বক্কর, মোশারফ, ইউসুফ, আঃ ছামাদ, মজনু ও রবিউল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিমানে দুর্নীতি ১৭ সিবিএ নেতাকে দুদকে তলব

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে সব ধরনের দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ট্রেড ইউনিয়ন বা সিবিএর ১৭ নেতা ও কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাদের দুদকে তলব করে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ২৬ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। রোববার দুদকের একটি নিভৃতযোগ্য সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সিবিএ নেতারা হলেন বিমানের সিবিএ প্রেসিডেন্ট মো. মসিদুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট আজহারুল ইসলাম মজুমদার, প্রেসিডেন্ট-১ মো. আনোয়ার হোসেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট-২ মো. ইউনুস খান। এসব সিবিএ নেতা মোটা অঙ্কের অথের্র বিনিময়ে বিমানবন্দর এবং সংশিষ্ট এলাকায় অবৈধ কর্মকা-কে বৈধতা দেন বলে দুদকে অভিযোগ রয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন জেনারেল সেক্রেটারি মো. মনতাসার রহমান, জেনারেল সেক্রেটারি মো. রুবেল চৌধুরী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মো. রফিকুল আলম, মো. আবুল কালাম, সেক্রেটারি মো. আতিকুর রহমান, মো. হারুন অর রশিদ, পাবলিক সেক্রেটারি মো. আব্দুল বারী লাবলু, স্পোর্টস এন্ড কালচারাল সেক্রেটারি মো. ফিরোজুল ইসলাম, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি মো. আবদুস সোবহান, উইমেন অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি আসমা খানম বানু, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি মো. গোলাম কায়সার আহমেদ, এক্সিকিউটিভ মেম্বার মো. আবদুল জব্বার, বিএফসিসি মো. আবদুল আজাদ।

দুদক সূত্র জানায়, এ ১৭ সিবিএ নেতাকে জিজ্ঞাবাদের মাধ্যমে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কেভিন স্টিলের অভিযোগ করা দুর্নীতি ও অনিয়মের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও তদন্ত শুরু করবে দুদক।

এর আগে গত বছর ডিসেম্বরে দুদক চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো চিঠিতে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কেভিন স্টিল অভিযোগ করে বলেন, "আমি বিমানের বেশ কিছু স্থানের গুরুত্বপূর্ণ দুর্নীতির বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনকে অবগত করেছি। আমি আশা করি, দুদক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা খতিয়ে দেখবে।"

দুদকের কাছে পাঠানো চিঠিতে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, "এয়ারপোর্ট এবং অন্যান্য এলাকায় অবৈধ কর্মকা- বৈধতা দেয়ার লক্ষ্যে ক্ষমতাধর সিবিএ নেতাদের দেয়া হয় মোটা অঙ্কের অর্থ। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত করলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে।" অভিযুক্ত সিবিএ নেতাদের ব্যাংক হিসাব ও সম্পদের পরিমাণ তাদের মাসিক বেতনের সমতা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে চিঠিতে।

বিমানে দুর্নীতির মাত্রা নিয়ে তার উদ্বেগের কথা জানিয়ে কেভিন স্টিল বলেন, উদ্বেগের অন্যতম কারণ হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন, বিশেষ করে সিবিএ নেতারা বিমানবন্দর ও বাইরে অবৈধ কর্মকা- করেন। এছাড়া বাইরের কারো কারো সাথে সিবিএ নেতাদের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

কেভিনের অভিযোগ, সিবিএর প্রতিশোধের আতঙ্কে বিমানকর্মীরা এ বিষয়ে মুখ খোলেন না। এমনকি বিমান ব্যবস্থাপনা অথবা নিরাপত্তারক্ষী পর্যন্ত এ নিয়ে মুখ খুলতে সাহস পান না। গায়ে হাত তোলা এখানে সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, "বিমান ক্যাটারিং সেন্টার ভবন (বিএফসিসি) জ্বালিয়ে দেবার হুমকি দিতেও শোনা গেছে সিবিএ নেতাদের মুখে। ঘটনাগুলো এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না।"

এরপরই কেভিনের চিঠিকে আমলে নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে দুদক। গত ডিসেম্বরে এ কমিটি গঠন করা হয়। উপ-পরিচালক মো: নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি টিম সিবিএ নেতাদের দুর্নীতির ও অনিয়মের অনুসন্ধানে রয়েছেন।

জিএসপি প্রত্যাহারের কোনো চিন্তা নেই ইইউ'র

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আবাসিক প্রতিনিধি উইলিয়াম হানা বলেছেন, বাংলাদেশী পণ্যের জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহারের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের। রোববার ঢাকাস্থ নিজ দফতরে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তবে তাদের পক্ষ থেকে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সংলাপের আহ্বানও চালিয়ে যাওয়া হবে।

উইলিয়াম হানা বলেন, "আগের মতোই উন্নয়ন সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। এই মুহূর্তে আমরা কোনো পরিবর্তনের কথা ভাবছি না। আমরা সব সময় নির্বাচন নিয়ে বলেছি যে, তা স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।" বাণিজ্য, জিএসপি ও উন্নয়ন সহযোগিতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানান হানা।

প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারির বিরোধী দলহীন নির্বাচন 'স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য' হয়নি বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়া জানানোর পর তারা বাংলাদেশী পণ্য থেকে জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার করতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশী পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন। গত অর্থবছরে মোট দুই হাজার ৭০০ কোটি ডলার রফতানি হয়, এর অর্ধেকই যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে।

ভোটের পর দুই সপ্তাহে ২৪ রাজনৈতিক কর্মী খুন

গত ৫ জানুয়ারি একতরফা দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৪ জন রাজনৈতিক কর্মী খুন হয়েছেন। এদের বেশিরভাগই বিরোধীদলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

নাগরিক মহলে এ নিয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর ছেপেছে ইংরেজি দৈনিক নিউএজ।

পত্রিকাটি জানিয়েছে, গত ৫ জানুয়ারি দেশের প্রধান বিরোধী দলগুলোর বর্জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর থেকেই এই হত্যাকান্ডের শুরু হয়।

হত্যাকান্ডের শিকার হওয়াদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৭ জন, বিএনপির ৯ জন, জামায়াতে ইসলামীর ৫ জন, জাতীয় পার্টির ৩ জন রয়েছেন।

আওয়ামী লীগের ৭ জনের মধ্যে ৩ জন খুন হয়েছে নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে। নির্বাচনের পরদিন ঢাকার দোহারে এই নির্মম ঘটনা ঘটেছিল। এতে একই পরিবারের বাবা-ছেলেসহ ৩ জন খুন হয়েছিল। আর বাকিরা অন্তঃদ্বন্দ্বে বা গুপ্ত হত্যার শিকার।

খুন হওয়াদের মধ্যে বিএনপি-জামায়াতের কর্মীদের বেশিরভাগই পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন অথবা গুম হওয়ার কিছুদিন পর তাদের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে।

গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধারের ঘটনাগুলোতে পরিবারের সদস্যদের বরাতে দেখা গেছে, তাদের সাদা পোশাকের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আটক করে নিয়ে গেছে। তারপর এক-দুদিন পর কোথাও গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে তারা নিহত হয়েছেন। অবশ্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রত্যেকবারই এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান এটাকে 'উদ্দেশ্যপূর্ণ হত্যা' বলে অভিহিত করেছেন এবং এটা শিগগিরই বন্ধ করার দাবি জানান।

তিনি সতর্ক করেন, 'এটা যদি এখনই বন্ধ না হয় তাহলে আমাদের অনেক মাশুল দিতে হবে।'

মিজানুর রহমান বলেন, 'রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যাকান্ড আসলে উদ্দেশ্যপূর্ণ হত্যাকান্ড। যা ঘটছে তা নিয়ে আমরা চিন্তিত। এটা অনেকটা কাউকে টার্গেট করা এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে খুন করে ফেলা।'

পুলিশের মহাপরিদর্শক হাসান মাহমুদ খন্দকারের কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিউএজ- কে এ ঘটনাগুলোকে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড বলতে অস্বীকৃতি জানান এবং আইজি সরকারি সংবাদ উৎস থেকে জেনে পরিষ্কার করবেন বলে জানান।

হাসান মাহমুদ বলেন, 'আসলে আমরা দেশ ও মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে কিছু দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছি যারা দেশ ও জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করছে। আমরা ঠিকভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার চেষ্টা করছি।'

সোমবার নীলফামারী ও মেহেরপুরে দুজন বিএনপি-জামায়াত নেতা খুন হন। দুজনই সহিংসতার দায়ে অভিযুক্ত। নীলফামারীতে টুপামারি ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম-সম্পাদক আটিকুল ইসলাম আতিকের লাশ পাওয়া যায় সাইদপুর বাইপাসের কাছে নারিয়া খাম্বা এলাকাতে। সোমবার সকাল বেলায় তার এ লাশ পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগ নেতা আসাদুজ্জামান নূরের ওপর হামলার দায়ে করা মামলায় তার নাম আছে তিন নম্বর আসামি হিসেবে। মামলার এক নম্বর আসামি গোলাম রব্বানির লাশও পাওয়া যায় গত রবিবার। নীলফামারী-দোমার রোডের পাশে একটি ঝোপে তার লাশ পাওয়া যায়।

রব্বানি লক্ষ্মীচাপ ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয় গোলাম রব্বানিকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

মেহরপুরে এক স্থানীয় জামায়াত নেতা তারিক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন। সদর উপজেলার শ্মশান ঘাট এলাকাতে পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন।

তিনি জেলা জামাতের সহ-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গত রবিবার শহরের ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখা অফিস থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

গত ১৪ জানুয়ারি সাভারে স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-সম্পাদক মিজানুর রহমানের লাশ পাওয়া যায় বাড়ির পাশের একটি ধানখেতে। পরিবার থেকে জানা যায়, কিছু লোক তাকে ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যায় গত ১৩ জানুয়ারি রাত

জামায়াত নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান ওমরের চাঞ্চল্যকর মন্তব্য!

সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বীর উত্তম জামায়াত নিয়ে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন ফেসবুকে। ব্যারিষ্টার শাহজাহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অসামান্য অবদানের জন্য বীর উত্তম খেতাব পান। তিনি বর্তমানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা। গত ১৬ জানুয়ারী ২০১৪ তার ফেসবুক ষ্টাটাস দেন এভাবে,

I personally do not like Jamaat mainly because of their role in 1971. But at this moment when I can see almost all the journalists and intellectuals are talking lie against Jamaat than I feel I need to tell the truth. After talking with several people of several places I came to know that terrorism is being done by AL just to blame Jamaat. Moreover, after studying a lot and analyzing the current attitude of India I am convinced that 1971 war was created by India and it was a RAW project. AL and media are talking against Jamaat because Jamaat is the only organized force which can counter the Indian hegemony. The enemy of our independence in 1971 is turned to be best protector of our independence. So despite my disaproval to Jamaat politics I feel this party need to be exists as a safegurd of our independence. India has purchased our journalists, politicians, writers and army but failed to purchase Jamaat.

বাংলা করলে দাড়ায়,

১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি জামাতকে পছন্দ করি না। কিন্তু বর্তমানে যখন দেখি প্রায় বেশির ভাগ সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলছে তখন আমার সত্যটাকে উদঘাটন করাটা দরকার। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলে আমি জানতে পেরেছি যে জামাতকে দোষারূপ করার হীন স্বার্থেই আওয়ামী লীগ বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। অধিকন্তু ভারতের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষণ এবং গভীর অধ্যায়ন করে উপলব্ধি করলাম যে, ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের 'র' এর হাত ছিল। আওয়ামী লীগ এবং মিডিয়া জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলছে কারণ জামাতই একমাত্র সুসংগঠিত দল যা ভারতীয় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। ৭১-এ আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরা আজ স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাই জামাতের রাজনীতিতে আমার অসমর্থন থাকা সত্ত্বেও আমি অনুভব করি যে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে এই দল থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। ভারত আমাদের সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, লেখক এবং সেনাবাহিনী কিনতে পারলেও জামাতকে কিনতে ব্যর্থ হয়েছে।

ফেনী আইনজীবী সমিতির নির্বাচন : সভাপতিসহ ৫ পদে আ.লীগ, সম্পাদকসহ ১০ পদে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিতরা জয়ী

ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সভাপতিসহ পাঁচ পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত এবং সাধারণ সম্পাদকসহ ১০ পদে বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের আইনজীবীরা নির্বাচিত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্যানেলের এএসএম আনোয়ারুল করিম ফারুক সভাপতি পদে এক'শ সাত ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এ পদে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী মো: মীর হোসেন ১০৫ ভোট পান। সাধারন সম্পাদক পদে বিএনপি জামায়াত সমর্থিত প্যানেলের শাহাব উদ্দিন আহাম্মদ এক'শ দশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এ পদে তার নিকটতম আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্যানেলের আনোয়ারুল ইসলাম এক'শ এক ভোট পেয়েছেন ।

শনিবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে আড়াই শত ভোটারের মধ্যে ২১২ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। রাত সাড়ে দশটায় ভোট গননা শেষে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয় ।

নোয়াখালীতে পুলিশ সদস্যের মাথা থেতলে দিয়েছে ছাত্রলীগ-যুবলীগ

নোয়াখালীতে এক পুলিশ সদস্যের মাথা ও শরীর থেতলিয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় উপ পুলিশ পরিদর্শক ভোলা নাথ সাহা বাদী হয়ে ১২ ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার পৌর শহর কবিরহাটে আড্ডা কনফেকশনারীর সামনের রাস্তায় জনসম্মুখে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হলে চেইন অব কমান্ডের নির্দেশে মামলা করা হয়েছে বলে ওসি মো. শাহজাহান জানান। এলাকাবাসী জানায়, গত ৫ই জানুয়ারী কবিরহাট থানার সামনে কবিরহাট সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সুজন ও তার কয়েকজন বন্ধু মিলে ওই পুলিশ সদস্যসহ চা পান করছিলেন। সেখানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুলিশ সদস্য সরকারবিরোধী মন্তব্য করলে তাৎক্ষণিক ছাত্রলীগ নেতা সুজন ওই পুলিশ সদস্যকে লাঞ্ছিত করে। পরে পুলিশ সুজনকে থানায় এনে মারধর করে। ওই দিন রাতেই থানা ঘেরাও করে তাকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়। পৌর মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা রায়হানকে ওসি ডেকে এনে উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করে দেয়। ওই ঘটনার জের ধরে বৃহস্পতিবার আবারও পুলিশ সদস্য আনিছকে মারধর করে সুজন ও তার লোকজন। আনিছুর রহমানের ওপর হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে কবিরহাট থানার উপ-পরিদর্শক (এস.আই) শাহ্জাহান জানান এই এলাকা ক্ষমতাসীন দলের এক প্রভাবশালীর ইঙ্গিতে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানান, পুলিশ সদস্য আনিছুর রহমান সিভিলে কবিরহাট বাজারে গেলে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ক্যাডাররা তাকে পেপসী ও জিয়াই পাইপ দিয়ে মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর যখম করে। আশংকা জনক অবস্থায় তাকে সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। ওই পুলিশ সদস্য জানান, ছাত্রলীগের ফয়সাল, সুজন, ও যুবলীগের কালা মেম্বার এর নেতৃত্বে ১০/১২জন তাকে রক্তাক্ত জখম করে। কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম ছুটিতে আছেন। পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান জানান, বিষয়টি তিনি দেখবেন। কবিরহাট কলেজ ছাত্রলীগ শাখার সাধারণ সম্পাদক সুজন তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ সদস্যকে পিটানোর অভিযোগ অস্বীকার করেন।